মাটির ঘর
Released 29-4-1944
শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স
Chowdhury Studio

শ্রী ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের
মাটির ঘর

শিল্পী পরিচয়

পরিচালনা

কাহিনী	...	বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
সুর-শিল্পী	...	কুমার শচীন দেববর্ম্মণ
গীতিকার	...	শৈলেন রায়
প্রধান ব্যবস্থাপক	...	বৈজনাথ লাডিয়া
ব্যবস্থাপক	...	সুরযু লাডিয়া
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	বিভূতি দাস
শব্দ-যন্ত্রী	...	মান্না লাডিয়া
রসায়নাগারিক	...	জগৎ রায়চৌধুরী
চিত্র-সম্পাদক	...	পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
স্থির-চিত্র-শিল্পী	...	সুকুমার মুখার্জ্জি
কারু-শিল্পী	...	সুধীন্দ্র পাল
পট-শিল্পী	...	দীনেশ দাশ
রূপ সজ্জাকর	...	মতিলাল
		মণিলাল
		কালিদাস দাশ

পরিচালনা ... হরিচরণ ভঞ্জ

সহকারিগণ

পরিচালনা	...	জ্যোতি সেন
		অমূল্য ব্যানার্জ্জি
সুর-শিল্পী	...	সত্যদেব চৌধুরী
ব্যবস্থাপক	...	বুলু লাডিয়া
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	শচীন দাসগুপ্ত
		দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দ-যন্ত্রী	...	সুনীল ঘোষ
		কৃষ্ণা প্রধান
রসায়নাগারিক	...	প্রফুল্ল মুখার্জ্জি
		অশোক ব্যানার্জ্জি
চিত্র-সম্পাদক	...	সুবোধ কর্ম্মকার

ভূমিকা লিপি

সত্যপ্রসন্ন	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
অলক	...	ছবি বিশ্বাস
চঞ্চল	...	জহর গাঙ্গুলী
কল্যাণ	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল	...	রবীন মজুমদার
ঘনশ্যাম রায়	...	তুলসী লাহিড়ী
শঙ্কর	...	ইন্দু মুখার্জ্জি
কেষ্টা	...	রঞ্জিত রায়
অশোক	...	সুশীল রায়
ডাক্তার	...	সন্তোষ সিংহ

তন্দ্রা	...	মলিনা
নন্দা	...	পদ্মা দেবী
ছন্দা	...	জ্যোৎস্না
পিসীমা	...	মনোরমা
অঞ্জনা	...	ঊষারাণী
মঞ্জরী	...	রাজলক্ষ্মী

সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের পৃষ্ঠপোষকগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার এই সুযোগ পেয়ে আজ আবার নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি। আমার এই চিত্র-প্রতিষ্ঠানটির প্রথম ছবি 'চাঁদসদাগর' থেকে আরম্ভ ক'রে পরবর্ত্তী 'আলিবাবা' 'অভিনয়', 'পরশমণি', 'জীবন-সঙ্গিনী' ইত্যাদি প্রায় সব ছবিগুলিই বাংলার চিত্রামোদী নর-নারীর মনোরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছে—তাঁদের ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু রস-পিপাসা চরিতার্থ করার চেষ্টা ক'রেছে—তাদের সাগ্রহ সম্বর্দ্ধনা লাভ ক'রে আমার বিপুল অর্থব্যয় এবং শ্রম সার্থক ক'রে আমাকে ধন্য ক'রে তুলেছে।

আমার অনুগ্রাহক এবং অনুগ্রাহিকাদের উৎসাহে উৎসাহিত হ'য়ে এবার বর্ত্তমান মঞ্চজগতের একখানি অতি জনপ্রিয় নাটক, 'মাটির ঘর'-এর চিত্ররূপ দিতে প্রয়াসী হ'য়েছি। মঞ্চের নাটককে চিত্রে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য যে-সব পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন এবং পরিবর্দ্ধন করা হ'য়েছে, তা' রসিক সমাজে সমাদর লাভে বঞ্চিত হবে না— এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার পৃষ্ঠপোষকগণের সহযোগিতা কামনা ক'রে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবারের মত বিদায় নিচ্ছি। ইতি—

বিনয়াবনত—

শ্রীকানুলাল চট্টোপাধ্যায়

গল্পাংশ
মানুষের মনে নীড় রচনার আশা সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই
সঞ্চারিত হ'য়েছে। পাখী নীড় বাঁধে গাছে—গাছের
মূল থাকে মাটির গভীরে মানুষ নীড় বাঁধে
মাটিতে—জীবপালিনীর আপন অঙ্গনে।
সব নীড়েই লেগে থাকে মাটির
স্পর্শ—মাটির মমতা।
একেই কেন্দ্র ক'রে

ঘুর্‌তে থাকে সুখ-দুঃখের ক্রমাবর্ত্তিত ঋতুচক্র। এর সৃষ্টি আর লয়ের মধ্যবর্ত্তী হাসি-কান্না-ভরা স্মৃতির অধ্যায়টি-ই আমাদের এই কাহিনী।

সত্যপ্রসন্ন আর তাঁর তিন মেয়ে—তন্দ্রা, নন্দা ও ছন্দা। এই তিনটি মেয়েকে নিয়েই সত্যপ্রসন্নর সংসার। মাতৃহারা মেয়েদের তিনি মায়ের অধিক যত্নে মানুষ ক'রেছেন। মেয়েরা যেন তাঁর মাথার মণি—বুকের পাঁজর।

মেয়েরা বড় হ'য়েছে—লেখা-পড়া শিখেছে—স্বাধীন ভাবে চলা-ফেরা করে। সত্যপ্রসন্ন বাধা দেন না: তন্দ্রার সঙ্গে অলকের বন্ধুত্ব আর ছন্দার সঙ্গে উৎপলের ঘনিষ্ঠতা তিনি প্রীতির চোখেই দেখেন। উদার-পন্থী ব'ল্‌তে যা বোঝায়—তিনি তাই।

কিন্তু সত্যপ্রসন্নর দিদি পাড়া-গাঁ থেকে এসে এ-সব দেখে আঁৎকে উঠ্‌লেন। এই বন্ধুগুলোকে তাড়িয়ে, মেয়েদের বিয়ে দেবার জন্য তিনি

সত্যপ্রসন্নকে পেড়া-পীড়ি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরে অলক তন্দ্রাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য অনুমতি চাইল—তিনিও সানন্দে অনুমতি দিলেন।

দৈব-দুর্ব্বিপাকে ঠিক্ এম্‌নি সময় অলক ছিট্‌কে প'ড়্‌ল ঘটনার স্রোতে। সত্যপ্রসন্ন তার সন্ধানও পেলেন না। বাধ্য হ'য়ে সত্যপ্রসন্ন অলকের আশা ছেড়ে তাঁরই এক বন্ধুপুত্র, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী কল্যাণের সঙ্গে তন্দ্রার এবং তাঁর দিদির শ্বশুর-বংশের দূর আত্মীয় বি-এ উপাধিধারী বড়-লোকের ছেলে চঞ্চলের সঙ্গে নন্দার একই দিনে, একই লগ্নে বিয়ে দিলেন।—অলক শেষ মুহূর্ত্তে এসে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল।

দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে সত্যপ্রসন্ন অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলেন, —আশা ক'রেছিলেন ছন্দার সঙ্গে উৎপলের বিয়ে দিতে পার্‌লে একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বেন। উৎপলের বাবা ঘনশ্যাম রায় তাঁর পরিচিত। একটু অদ্ভুত ধরণের লোক হ'লেও এ বিয়েতে তিনি অমত ক'র্‌বেন না নিশ্চয়ই। তিনটি মেয়ের জীবন হয়ত' সুখেই কাট্‌বে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক—

হয় আর এক। নন্দা যে এ বিয়েতে অসুখী হবে এটা সত্যপ্রসন্ন ভাব্‌তেও পারেন নি। নন্দার স্বামী দুশ্চরিত্র ও মাতাল। ননদটি দুরন্ত দজ্জাল। স্বামী ও ননদের নির্য্যাতনে নন্দার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠ্‌লো।

এ-দিকে স্বামীর অগাধ প্রেমে তন্দ্রা যখন একেবারেই ডুবে আছে —এম্‌নি সময়, এক দুর্য্যোগের রাতে, অলক এলো তন্দ্রার ঘরে। তন্দ্রাকে সে ভুল্‌তে পারে নি—ভুল্‌তে পার্‌বে না, তন্দ্রাকে তার চাই। কিন্তু তা অসম্ভব।—পতিপরায়ণা তন্দ্রা অনুনয়-বিনয় ক'রে তাকে ফিরিয়ে দিল।

সে-দিনকার মত ফিরে গেলেও অলক আবার এসে জুট্‌লো। তন্দ্রা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো।

তন্দ্রার সঙ্গে অলকের অসময়ে নিভৃতে আলাপ, কল্যাণের মত উদারহৃদয় স্বামীর চোখেও আপত্তিকর হ'য়ে দেখা দিল। স্বামী সন্দেহ করেন জেনে তন্দ্রার মনে আর এতটুকু শান্তি বা সান্ত্বনা অবশিষ্ট রইলো না। অভিমানে সে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়াই স্থির ক'র্‌লো।

চঞ্চলের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নন্দা পিত্রালয়ে ফিরে এল। কিন্তু চঞ্চলও ছাড়বার ছেলে নয়, নন্দাকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হ'ল।

সত্যপ্রসন্ন নন্দাকে পাঠাতে রাজী হ'লেন না; নন্দাও যেতে চাইলো না। চঞ্চল আগুন হ'য়ে উঠলো: নন্দাকে স্বেচ্ছাচারিণী ব'লে সে অভিযুক্ত ক'র্‌লো। এমন কি মর্‌বার জন্য বিষ পর্য্যন্ত পাঠিয়ে দিল।

অলকের সঙ্গে তন্দ্রা যখন বাড়ী থেকে চ'লে যাবার আয়োজন কর্‌ছিলো, তখন হঠাৎ ছন্দার আর্ত্তনাদ শোনা গেল: নন্দা বিষ খেয়েছে।

তন্দ্রার উদ্‌ভ্রান্ত মনে এ-আঘাত সহ্য হ'ল না—আঘাতের ফলে তার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘট্‌লো। তন্দ্রার অবস্থা দেখে অলকের চৈতন্য হ'ল। অনুতাপের আগুনে তার হৃদয় দগ্ধ হ'তে লাগ্‌লো।

উপর্য্যুপরি শোকে ও দুঃখে সত্যপ্রসন্ন ভেঙ্গে প'ড়্‌লেন।

আর কল্যাণের অবস্থাও প্রায় হ'ল তাই। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জ্জরিত হ'য়ে অবশেষে সে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হ'ল।

কিন্তু নিজের শরীরের দিকে সে ফিরেও তাকালো না—তন্দ্রাকে

সুস্থ ক'রে তোলবার জন্য উঠে প'ড়ে লাগ্‌ল। তন্দ্রাও সুস্থ হ'ল না—অথচ কল্যাণের শরীর আরও ক্ষয় হ'য়ে এলো।

সমস্ত দেখে-শুনে সত্যপ্রসন্ন শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন।

এই দুঃসময়ে সত্যপ্রসন্ন আর এক নূতন আঘাত পেলেন—উৎপলের হাতে। ছন্দাকে বিয়ে ক'রবে ব'লে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলা-মেশা ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত সে বিয়ে ভেঙ্গে দিল। মেয়ের চোখের জল দেখে সত্যপ্রসন্নর বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল।

চঞ্চলের চোখ পড়েছিল ছন্দার ওপর। সুযোগ বুঝে সে আবার ধূমকেতুর মত দেখা দিল। সত্যপ্রসন্নর কাছে তার কৃতকর্ম্মের জন্য কপট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ছন্দার সঙ্গে সে ভাব জমাবার চেষ্টায় রইলো। ছন্দা চঞ্চলের প্রতি পূর্ব্ব হ'তেই বিরূপ ছিল—সেও ছন্দার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য মনে-মনে তৈরী হ'তে লাগ্‌লো।

কল্যাণ তখন তন্দ্রাকে নিয়ে দার্জ্জিলিং-এ আছে।

এখানে এসে তন্দ্রার পাগ্‌লামি আরও বেড়ে গেছে এবং কল্যাণের শরীর প্রায় অচল হ'য়েছে ব'ল্লেই চলে। কে-যে কাকে ছাখে তার ঠিক্ নেই!

এই দুঃসময়ে কল্যাণ অন্য উপায় না দেখে অলকের শরণাপন্ন হ'ল।

'তার্' পেয়ে সত্যপ্রসন্নও ছুটে এলেন দার্জ্জিলিং-এ—চঞ্চল ও ছন্দাকে নিয়ে।

এইখানেই চঞ্চলের সঙ্গে ছন্দার সঙ্ঘর্ষ বাঁধ্‌ল সর্ব্বপ্রথম।

সেই সঙ্ঘর্ষে যোগ দিল কল্যাণ ও অলক।

সত্যপ্রসন্ন সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

কিন্তু ভাগ্যের ভাঙন সত্যপ্রসন্ন রোধ ক'র্‌তে পার্‌লেন না।

নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে তাঁর বড় সাধের মাটির ঘর মাটিতে মিশিয়ে গেল।

সঙ্গীতাংশ

[এক]

শ্যামরূপ ধরিয়া এসেছে মরণ
প্রাণপাখী আর মানে না
চল্ রাহি চল্ মরণ যমুনায়।
(সে যে) পারের মাঝি, বাজায় বাঁশী
শুন্‌লে কাণে ভোলা যে দায় ;
(তোর) মাটির দেহ, মাটির গরব
থাক্ না প'ড়ে এই দুনিয়ায়,
চল্ রাহি চল্ মরণ যমুনায় ॥

মরমি সেই মরণ যে তোর,
জীবন, সে তো শিকল পায় ;
কাঁচ পেয়ে যে ভুল্‌লি মাণিক
আমার আমি গোল বাধায়
চল্ রাহি চল্ মরণ যমুনায় ॥

নীড় বিবাগী পরাণ পাখী,
দেহের বাসা ভুলিতে চায় ;

(সে) সুযোগ পেলেই নীল মরণে
নীল গগনে উড়িয়া যায় ;
ও ভাই মাটির এ ঘর, ভাঙ্গা বাসর
না গড়িতে ভাঙ্গিবে হায়।
চল্ রাহি চল্ মরণ যমুনায়॥

[দুই]

চেয়ে দেখি বারে বারে (তারে),
প্রেম যমুনা উছলে-উছলে-উছলে
(আহা) আঁখি যমুনার পারে।
(আমি) শ্যামের স্বপনে জাগি,
(রাধার) পরাণে বেঁধেছি রাখী
মোর মনের ময়ূর নাচে রে
—নাচে রে—নাচে রে॥

(তারে চেয়ে দেখি)
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি,
শুনি দু'জনারি প্রাণে কী গান গাহিছে
মিলনের দুটি পাখী।

(আমি) জানি জানি যারে চাই,
সে যে তাই, সে যে তাই,
মায়া-মৃগ ধরা যে দিলরে—
দিলরে—দিলরে।

[তিন]

সে যে এল, সে এল, এল, এল !
যে তোমায় বল্‌বে সেধে বৌ কথা কও
—কথা কও, কথা কও
তারে বরণ ক'রে নে লো।

সে কি গো রাজার কুমার ?
সে কি গো রাখাল ছেলে ?
জানি না দেখ না চেয়ে
চোখ মেলে গো—চোখ মেলে।

আঁখি যদি হারায় তারে
ব'লবি কেঁদেই চোখ গেল গো,
চোখ গেল।
(ওরে) ভালবাসার হাটেই সে যে
বিকায় প্রেমের সোণা
জানি গো তার লাগি তুই
আন্‌মনা গো—আন্‌মনা।

চাঁদের দেশে, ফুলের দেশে
হিয়ায় হিয়ায় যেথায় মেশে
সেথা কি মন খুঁজে হায় হারাণো মন
তোর মনের দোসর পেল।

[চার]

কী নামে ডাকিব তারে
যার অনুরাগে জাগে হিয়া
যার স্বপন সুরভি লয়ে
মোর হিয়া ওঠে কুসুমিয়া
নামখানি প্রিয়া—শুধু প্রিয়া।
মনে আঁকি তারি ছবি
(ওগো) আমি যে প্রেমের কবি
সে কি গানের ছন্দে মোর
জাগে সুরে সুরে সুরভিয়া
নামখানি প্রিয়া—শুধু প্রিয়া।

আকাশ আঁখির নীলে
মোর প্রিয়ার আঁখির নীলা
মলয়া হিল্লোলে জানি তারি চঞ্চল লীলা
প্রিয়ার আঁখির নীলা।

সে যে গো চাঁদের আলো
মোর ঘুচাতে রাতের কালো
সে যে মরম মাঝারে রহে
তাই চির মরমিয়া
নামখানি প্রিয়া—শুধু প্রিয়া।

[পাঁচ]

মন ফুল নহে, বন ফুল প্রিয়
বাহিরে দেখাব আনি,
আজও বুঝিলেনা আমার হৃদয়খানি।
মনে-মনে আমি স্বরগ রচনা করি
কত ফুল গেল বিফল বিরহে ঝরি
প্রেম লয়ে কাঁদে চির পূজারিণী
ঘুমায় দেবতা জানি।
এই আশা নিয়ে মাটির আড়ালে
যাপিছে লতার মূল
বসন্ত ফিরে আবার আসিবে
শাখায় ধরিবে ফুল।
দেখিলেনা জল, দেখিলে মেঘের কালো
হ'য়েছি যে ছাই, জ্বালিতে
তোমার আলো
মোরে চিনিলেনা ফিরাইলে মুখ
গেলে শুধু দুখ হানি।

[ছয়]

ভালবাসার বাসা মোদের কোথায় বলো গো বাঁধি
যেথানে চম্পাকলির ঘুম ভাঙাতে
গায় গো কোকিল সাথী ;
যেথানে ভ্রমর শুধায় ব্যাকুল বনফুলে
যেথানে মন হারাবার হাওয়া উঠে দু'লে
যেথানে স্বপন ঝরায় মিলনক্ষণে
নিরালা চাঁদ্‌নী রাতি
ভালবাসার বাসা মোদের কোথায় বলো গো বাঁধি।

প্রেমের লাগি যেথায় আছে অবাধ অবসর
মনের মিলে সেই নিখিলে বাঁধিব মোরা ঘর
যেখানে না চাহিতেই চকোরী পায় চাঁদে
যে বনে প্রেম-তরুরে প্রেমের লতা বাঁধে
যেখানে জলভরা মেঘ না চাহিতে চাতকে
যায় গো সাধি
ভালবাসার বাসা মোদের কোথায় বলো গো বাঁধি।

[সাত]

কাল্ সাগরের মরণ দোলায়
যেথায় ভাঙ্গে বালুর চর
তারি বুকে মাটির মানুষ
আশায় বাঁধে মাটির ঘর।

সে-যে আকাশ কুসুম বপন ক'রে
দেখ্‌ছে স্বপন নয়ন ভরে
জলের বুকে দাগ কেটে সে
আঁক্‌ছে ছবি জলের 'পর
এম্‌নি ক'রেই মাটির মানুষ
আশায় বাঁধে মাটির ঘর।

হায়রে মানুষ ভাবের ফানুস
প্রাণ প্রদীপে জ্বালিস্ আলো,
(তোর) দীপের পিছেই ঘনিয়ে আছে
কোন্ আঁধারের নিথর কালো,
চাঁদ দেখে তুই চোখের ভুলে
ফোটাস্ ভালবাসার ফুলে
তোরে ছল ক'রে এই চাঁদের আলো
আন্‌ছে ডেকে দুখের ঝড়
মাটির মানুষ যতই বাঁধে
ততই ভাঙ্গে মাটির ঘর।

———:০:———

নবপরিকল্পনা !
নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী !
হাস্য-লাস্য-ভরা
'রোমাণ্টিক্' বাংলা কথা-চিত্র !

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

গৃহলক্ষ্মী

পরিচালনা ঃ
গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, শ্যাম লাহা, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী এবং আরও অনেকে

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং, ৯৮।৪, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।